DEC. 25 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ... ৪ ...

ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠন নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বে সরকার

আনোয়ার আলদীন ॥ ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠন নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছে সরকার। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা- না করার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে ছাত্রদলের সম্ভাব্য নতুন কমিটি। গত ১৭ই নভেম্বর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণার পর ছাত্রদলের শাখা কমিটিগুলোর কার্যক্রম বিএনপির নীতি-নির্ধারকদের 'ওয়াচের' মধ্যে রাখা হয়েছে। জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশনে প্রচলিত ধারার সন্ত্রাস ও লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে বিল আনার পক্ষে রয়েছে সরকারের দায়িত্বশীল মহলের বড় অংশটি। ছাত্র রাজনীতি চালু রাখার পক্ষেও ক্ষুদ্র একটি অংশ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রদলের নতুন কমিটি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দাঁড়িয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করলেও বিরোধী দলগুলো প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন করেনি।

এদিকে আর মাত্র ৫ দিন পরেই ১লা জানুয়ারী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কিভাবে পালিত হবে, তার দিক-নির্দেশনা এখনও পায়নি ছাত্রদলের ঢাকা ভার্সিটি অথবা মহানগর কমিটি।

ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা সম্ভাব্য নতুন কমিটিতে বিভিন্ন পদ লাভের আশায় লবিং-গ্রুপিং চালালেও তাদের মধ্যে হতাশা রয়েছে। কি হচ্ছে, কি হবে তা নিয়েও নেতা-কর্মীদের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা না হলে সেক্ষেত্রে নতুন কমিটি করার পরিকল্পনা রাখা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় ছাত্রদলের শীর্ষ নেতৃত্বে নিয়মিত ছাত্র অথচ টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাসের গোলক ধাঁধায় প্রবেশ করেনি এমন আনকোরা মুখ খোঁজা হচ্ছে। নতুন এই নেতৃত্বকে এক বছর পর্যন্ত নার্সিং করারও পরিকল্পনা আছে। অপরপক্ষে পুরনোদের মধ্যে নির্দোষ নেতাদেরও কমিটির পুরোভাগে নেয়ার পরিকল্পনা আছে। এক্ষেত্রে ছাত্রদলের বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন, সাহাবুদ্দিন লাল্টু, আজিজুল বারী হেলাল, ফরহাদ হোসেন আজাদ, মঞ্জুরে এলাহী প্রমুখের নাম আলোচিত হচ্ছে।